চুয়াডাঙ্গায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলায় ভাসমান দুস্থ গরিব ও অসহায়দের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে তারই ধারাবাহিকতায় আজকের চুয়াডাঙ্গা সেলুনে কর্মরত কর্মচারী দিনমজুর চর্মকার এবং দুস্থ শিল্পীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বুধবার বেলা সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের কার্যালয় এই কার্যক্রমের প্রধান অতিথি হিসেবে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার সেলুনে কর্মরত কর্মচারী চর্মকার এবং দুস্থ শিল্পীদের এই উপহার সামগ্রী মানবিক সহায়তা তুলে দেন।

এসময় প্রত্যেককে দশ কেজি চাল, দুই কেজি আলু, এক কেজি পেঁয়াজ, এক কেজি মসুরের ডাল, এক লিটার সয়াবিন তেল, এক কেজি চিনি, এক প্যাকেট সেমাই মানবিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়।

মানবিক সহায়তা বিতরণকালে জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার সামগ্রী ধারাবাহিক ভাবে চুয়াডাঙ্গা জেলার দুস্থ গরিব অসহায় ও ভাসমান মানুষের মাঝে বিতরণ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

তিনি আরো বলেন, মহামারী করোনাভাইরাস এর কারণে লকডাউনে মানুষের বেঁচে থাকার সহযোগিতার জন্য প্রধানমন্ত্রী মানবিক সহায়তা পাঠিয়েছেন আপনাদের মাঝে সেগুলো বিতরণ করা হচ্ছে। আপনাদের করানো ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সচেতন থাকতে হবে স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে। এসময় ১৫০ পরিবারের মাঝে এই প্রধানমন্ত্রীর উপর সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

মানবিক সহায়তা বিতরণকালে আরো উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মনিরা পারভীন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাজিয়া আফরিন, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর আমজাদ হোসেন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার হাবিবুর রহমান, সাদাত হোসেন সহ উপকারভোগী পরিবারের লোকজন।

ঝিনাইদহে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণ

ঝিনাইদহে ১ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া উপহার বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার সকালে সদর উপজেলার মধুহাটি ও গান্না ইউনিয়নে এ উপহার বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে সকালে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মধুহাটি ইউনিয়ন চত্বরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ইউপি চেয়ারম্যান ফারুক হোসেন জুয়েল এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুর রশিদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন।

অপরদিকে গান্না ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউপি চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন মালিতা।

সেখানেও আরও উপস্থিত ছিলেন, সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি, উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুর রশীদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন।

আলোচনা সভা শেষে, ২ ইউনিয়নের ১ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া উপহার ৫’শ টাকা করে বিতরণ করা হয়। করোনাকালে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া এ উপহার পেয়ে খুশি হতদরিদ্ররা।

কৃষকের ধান কেটে দিলো মেহেরপুর জেলা যুবলীগ

করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে লকডাউনে অর্থ ও শ্রমিক সংকটের কারণে জমির পাকা ধান কাটতে পারছিলেন না মেহেরপুর পৌর এলাকার কায়েম কাটা মোড় এলাকার কৃষক আসকার আলী। ক্ষেতেই ধান নষ্ট হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। এ সময় মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর কাছে সহযোগিতা চাইলে জেলা পর্যায়ের নেতাকর্মী নিয়ে সেখানে ছুটে যান।

বুধবার দুপুরের দিকে জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন নেতৃত্বে কৃষক আসকার আলীর পৌনে দুই বিঘা জমির ধান কেটে দেন যুবলীগের নেতা কর্মীরা।

এ সময় মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, বাংলাদেশে কৃষিবান্ধব দেশ এই করোনা ভাইরাসের কারণে অনেক কৃষক আছে যারা ধান কেটে ঘরে তুলবে সে ক্ষমতাও নেই তাই প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান এবং সাধারণ সম্পাদকের আহব্বানে আমরা মেহেরপুর জেলা যুবলীগ মানবতার সেবাই কাজ করে যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, আমরা মেহেরপুর সদর উপজেলার মুজিব নগর এবং গাংনী উপজেলার প্রতিটা ইউনিয়নে আমরা নির্দেশ দিয়েছি যদি কোনো কৃষকের ধান কাটা নিয়ে কোনো সমস্যা হয় তাহলে বিনা খরচে ধান গুলো কেটে দেওয়ার জন্য।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, কাউন্সিলর আল মামুন, জেলা যুবলীগের অন্যতম সদস্য সাজেদুর রহমান সাজু, হিরক, শাজাহান সহ যুবলীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক সংকট

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। এখানে অপারেশনের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সুসজ্জিত রুম। রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি। অথচ এ অপারেশন থিয়েটারটি কোন কাজে আসছে না। চিকিৎসক সংকটের অজুহাতে কোন প্রকার অপারেশন করা হয় না। কয়েকজন চিকিৎসক বিভিন্ন ক্লিনিকে অপারেশন করলেও এখানে অপারেশন করার অনুমতি নেই। তবে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান চিকিৎসক সংকটের বিষয়টি তিনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করেছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটির আধুনিক ভবন নির্মিত হয় ২০১৮ সালে। সব ধরণের অপারেশন করার জন্য বরাদ্দ দেয়া একটি সুসজ্জিত রুম। দেয়া হয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি। সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের ব্যবস্থার জন্য রয়েছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি জেনারেটর। আছে প্রশিক্ষিত নার্স।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কয়েকজন ডাক্তার বাইরের ক্লিনিকে অপারেশন করেন। অথচ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে তাদের দিয়ে অপারেশন করানো হয় না। এদেরকে দিয়ে অপারেশন করানোর কোন অনুমতি নেই বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ফলে নানা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। আর ফায়দা লুটছেন বিভিন্ন ক্লিনিক।

এ উপজেলার শালদহ গ্রামের রাজু আহমেদ জানান, তার স্ত্রীর নিপার সিজারিয়ান অপারেশ করা হয়েছে গাংনী সনো ডায়গনস্টিক সেন্টারে। স্বল্প আয়ের মানুষ অথচ খরচ করতে হয়েছে ১২ হাজার টাকা।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে অপারেশনের ব্যবস্থা করা হলে কোন অর্থ খরচ হতো না। একই কথা জানান কুঞ্জনগরের আজিবুল। তার স্ত্রীকে সিজারিয়ান অপারেশন করান রাজা ক্লিনিকে। এখানে ওষুধ বেড ভাড়া আর ডাক্তার বাবদ খরচ হয়েছে ১৪ হাজার টাকা।

একটি সুত্র জানায়, শুধু নতুন ভবনের সময়কাল থেকে নয়, বিগত পাঁচ বছর যাবত অপারেশন বন্ধ। অনেক ভাল ডাক্তার বদলী হয়ে এসেছিলেন এখানকার লোকজনকে সেবা দিতে। কিন্তু এখানকার কতিপয় ক্লিনিকের লোকজন অপারেশন না করার জন্য হুমকি দেয়া ছাড়াও মারধর করার কারণে ডাক্তাররা থাকতে চান নি।

বিগত স্বাস্থ্য সেবা কমিটির সভাপতি মকবুল হোসেনকে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। বর্তমানে ডাক্তার সংকট রয়েছে। অপারেশন না করায় যেমন গরীব অসহায় রোগিদের অর্থদন্ড হচ্ছে তেমনি ফায়দা লুটছেন ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সুত্রে জানা গেছে, ২০০৮ সালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি ৫০ শষ্যায় উন্নীত করা হয়। সে লক্ষ্যে ২০১৮ সালে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। এখানে মোট ডাক্তারের পদ ৩০ টি। এর মধ্যে ১০ টি(জুনিয়র কনসালটেন্ট) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পদ রয়েছে। বিশেষজ্ঞ পদ পুরুণ হয়নি দীর্ঘদিনেও।

মেডিকেল অফিসারের ১৮ জনের বিপরীতে রয়েছেন ছয় জন। ইমার্জেন্সী মেডিকেল অফিসারের পদটি শুণ্য স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্মলগ্ন থেকে। ইনডোর ও আউটডোর সেবাটি সেকমো ও সাব-সেন্টারের চিকিৎসক দিয়ে চালানো হচ্ছে। তবে নার্স সংকটটি কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে। একজন শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ দুই জন মেডিকেল অফিসার আছেন মাতৃত্বকালীণ ছুটিতে। আরো দুজন চিকিৎসক রয়েছেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ডেপুটিশনে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আহমেদ রায়হান শরীফ জানান, ইতোমধ্যে তিনি ডাক্তার সংকটের বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। অপারেশন করাতে হলে সরকারী কিছু নিয়ম রয়েছে। বাইরে যে চিকিৎসক অপারেশন করেন তাতে কোন বাঁধা না থাকলেও সরকারী নিয়মে সেটি রয়েছে। ডাক্তার সংকট কাটিয়ে উঠলে অপারেশনের ব্যবস্থা করা হবে।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রচার কৌশল ও সুরক্ষা নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

করোনাভাইরাস সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় সারাদেশে নিরবিচ্ছিন্ন সচেতনা প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছে গণযোগাযোগ

অধিদপ্তর। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত রাষ্ট্রিয় এই দফতরের সার্বিক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষ গুরুত্বসহ কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে জনসাধারণকে সচেতন করা হচ্ছে।

সরকার ঘোষিত ‘কঠোর লকডাউন’ পরিস্থিতিতে বিশেষ এই কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত ও সংহত করতে অধিদপ্তরের আয়োজনে করেনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় প্রচার কৌশল বাস্তবায়ন ও সুরক্ষা বিষয়ক ভার্চ্যুয়াল কর্মশালা অনুষ্ঠান করা হয় গেলো ৩রা মে। এই ভার্চুয়াল কর্মশালায় গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ৬৪ জেলা তথ্য অফিস এবং ০৪টি পার্বত্য উপজেলা তথ্য অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচালক, উপপরিচালক এবং তথ্য কর্মকর্তাসহ ৯১ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। এর বাইরেও কর্মশালায় অংশ নেন তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের একজন করে কর্মকর্তা।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য কর্মকর্তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে সচেতনতামূলক প্রচার কাজ বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা দেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিধান চন্দ্র কর্মকার। একইসঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়ন কার্যক্রমে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও তাগিদ দেন তিনি।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রচার ও সমন্বয়) মো: মনিরুজ্জামান।

করোনাসময়ে কার্যকর প্রচার কৌশল বাস্তবায়ন এভং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুরক্ষা বিষয়ে তথ্যপত্র উপস্থাপন করেন আইইডিসিআর, ঢাকা’র সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকতা এ এস এম আলমগীর।

কোভিঢ-১৯ ঝুঁকি কমাতে যোগাযোগ এবং কমিউনিটি সম্পৃক্ততা বিষয়ে বক্তৃতা করেন ইউনিসেফ, বাংলাদেশের ম্যানেজার (যোগাযোগ ও উন্নয়ন) ইয়াসমিন খান। এছাড়া তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়য়ের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) মো. আনছার আলী দুর্যোগসময়ে প্রচার কাজ বাস্তবায়ন: বরদ্দ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন।

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এ এস এম আলমগীর করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং করোনাসময়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য করেন। তিনি করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় মাঠ পর্যায়ে কর্মরত তথ্য কর্মকর্তাদের কর্মকান্ডের প্রসংশা করেন।

করোনাসময়ে প্রচার কার্যক্রম ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানান।

আলোচকদের উপস্থাপনায় গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের চলমান প্রচার কৌশলে প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের না হওয়া, বাইরে গেলে অবশ্যই সঠিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করা, শারীরিক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, ঘন ঘন সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া এবং অবশ্যই টিকা নেয়ার মত স্বাস্থ্যবিধি সাধারনকে জানানোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এছাড়াও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের আন্ত:ব্যক্তিক যোগাযোগ কৌশল ব্যবহার করে সড়ক ও পথপ্রচারের মাধ্যমে এমন প্রচার-প্রচারণাকে আরো বেশি করে তৃণমূলের মানুষের কাছে পৌঁছানোর উপর জোর দেয়া হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আজও ঝড়বৃষ্টির আভাস, নদীবন্দরে ১ নম্বর সতর্কতা

দেশের আটটি বিভাগের কোনো কোনো জায়গায় আজও বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আজ বুধবার (৫ মে) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে ঝড়বৃষ্টির এ সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে।

এদিকে আজ ভোর ৪টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা ও কুমিল্লা অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর-

পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরকে ১ নম্বর সতর্কতা সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

আগামী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে আরো বলা হয়েছে, সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

ঈদুল ফিতরের ছুটিতে কর্মস্থলে থাকতে হবে চাকরিজীবীদের

করোনাভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে চলমান বিধি-নিষেধের মেয়াদ আগামী ১৬ মে পর্যন্ত বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। বুধবার (৫ মে) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি অফিস এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ঈদের ছুটিতে আবশ্যিকভাবে স্ব স্ব কর্মস্থলে অবস্থান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (৬ মে) থেকে জেলার মধ্যে বাস চলবে। তবে বন্ধ থাকবে আন্তঃজেলা গণপরিবহন। এছাড়া আগের মতো ট্রেন ও লঞ্চ বন্ধ থাকবে।

আগের মতোই লকডাউনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দোকান ও শপিং মল সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। খোলা থাকবে শিল্প-কারখানা। এছাড়া জরুরি সেবা দেওয়া প্রতিষ্ঠান ছাড়া যথারীতি সরকারি-বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে। সীমিত পরিসরে ব্যাংকে লেনদেন করা যাবে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।

এছাড়া মাস্ক ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে প্রজ্ঞাপনে। প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা

হয়েছে।

এর আগে ৪ মে ‘ঈদুল ফিতরের সরকারি ছুটিতে কেউ কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবে না’ এমন বিধান যুক্ত করে সাধারণ ছুটি ১৬ মে পর্যন্ত বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ঈদের ছুটিতে সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী ও শিল্প-কারখানার কর্মীদের কর্মস্থলেই থাকতে হবে জানিয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গতকাল বলেন, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে ছুটি তিন দিনই থাকবে এবার। আমাদের প্ল্যান ছিল একদিন ছুটি দেওয়ার। ঈদের ছুটির দুই দিন শুক্র ও শনিবারই মনে হচ্ছে যাবে। যাতে কেউ কোথাও যেতে না পারে, ঢাকা না ছাড়তে পারে। কারণ ঢাকা হচ্ছে করোনার উচ্চসংক্রমণশীল এলাকা। ৮০ শতাংশ সংক্রমণই হয় ঢাকায়।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঢাকা থেকে বা ঢাকার আশেপাশে থেকে শ্রমিকরা যদি ঈদের সময় অন্য জায়গায় চলে যায় তবে ম্যাসাকার হবে। সে জন্য আমরা চাচ্ছি সবাই কর্মস্থলেই থাকুক। সরকারি-বেসরকারি সবক্ষেত্রে নির্দেশনা দেওয়া আছে, ছুটি তিন দিনই থাকবে, কেউ এর বাইরে ছুটি দিতে পারবে না।

ফরহাদ হোসেন বলেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী এখনও চলাচলে কড়াকাড়ি আরোপ করার বিষয় আছে। আমরা বলছি, ঈদের সময় যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন। লোকজন মুভ করলে এটা ব্যাপকভাবে বেড়ে যেতে পারে। ভারতের বিষয়টি আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে হচ্ছে। সেজন্য আমরা সতর্ক অবস্থানে আছি।

চাঁদ দেখাসাপেক্ষে আগামী ১৪ মে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে। সূত্র-কালের কণ্ঠ

ঝিনাইদহে অসহায়ের দায়িত্ব নিলেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের

সভাপতি

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ঝিনাইদহের অদম্য সিরাজুল ইসলামের মেয়ে সুরাইয়া আক্তারকে উপহারসামগ্রী ও নগদ টাকা তুলে দেওয়া হয়।

দোকান চালিয়ে পড়ালেখা করা ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার অদম্য মেধাবী সুরাইয়া আক্তারের পাশে দাঁড়িয়েছে ছাত্রলীগ। বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সুরাইয়াকে তাৎক্ষণিক আর্থিক সহায়তা ও উপহারসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সুরাইয়ার পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়ার জন্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে ছাত্রসংগঠনটি।

গতকাল সোমবার সংবাদ মাধ্যমে ‘টাকার অভাবে সুরাইয়ার উচ্চশিক্ষার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হওয়ার শঙ্কা’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি আল নাহিয়ান খান খবরটি পড়ে সুরাইয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

এরপর আজ মঙ্গলবার তিনি ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সজিব হোসেন ও কর্মী অনিক হাসানের মাধ্যমে নগদ টাকা ও উপহারসামগ্রী পাঠান। তাঁরা দুপুরেই সুরাইয়াদের বাড়িতে হাজির হয়ে এগুলো তুলে দেন।

মুঠোফোনে ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান বলেন, এখন থেকে সুরাইয়াকে সব ধরনের সহযোগিতা করবে ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগ মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। সংবাদপত্রে সুরাইয়ার খবরটি দেখে তাঁর পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন থেকে আর্থিক কষ্টের কারণে তাঁর পড়ালেখার কোনো সমস্যা হবে না, যা ইতিমধ্যে সুরাইয়াকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুরাইয়া আক্তার (১৮) জীবনের সব পাবলিক পরীক্ষায় ভালো ফল করেছেন। কিন্তু শেষ সময়ে এসে আর্থিক কষ্টে সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে পারেননি। আবার যেখানে ফরম পূরণ করেছেন, সেখানে ভর্তির সুযোগ পেলেও চিন্তা, কীভাবে পড়ালেখা করবেন।

সুরাইয়া আক্তার জানান, বাবা সিরাজুল ইসলামের মৃত্যুর পর পড়ালেখা করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তখনই বাড়িতে একটি দোকান করেন। এখানে যা আয় হয়, তা দিয়ে সংসারের পাশাপাশি পড়ালেখা চলে।

ছাত্রলীগের সহযোগিতা পেয়ে খুশি সুরাইয়া আক্তার। তিনি বলেন, এবার চিন্তামুক্ত হয়ে ভালো করে পড়ালেখা করতে পারবেন। যাঁরা তাকে সহযোগিতা করছেন, তাঁদের সম্মান তিনি রক্ষা করতে পারবেন।

সুরাইয়া আক্তারের মা ছবুরা বেগম বলেন, তিনি মেয়েকে পড়াতে না পেরে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু মেয়ে আশা ছাড়েননি। অবশেষে তাঁর আশা পূরণ হতে যাচ্ছে।

মেহেরপুরের বারাদী বাজারে দিনে দুপুরে দুঃসাহসিক চুরি

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি বাজারে দিনে দুপুরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বারাদী বাজারের গহরপুর রোডে অবস্থিত মিলন মেডিকেল হলে এই চুরির ঘটনা ঘটে।

ঘটনাস্থল থেকে জানা যায়, দোকান মালিক মিলন হোসেন প্রাকৃতির ডাকে সাড়া দিতে পাশ্ববর্তী গ্রাম্য মসজিদের টয়লেটে যায়। কিছু সময়ের ব্যবধানে সে দোকানে ফিরে এসে দেখে ড্রয়ারের তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। সে তাৎক্ষণিক ড্রয়ার খুলে দেখে সেখান থেকে কে বা কারা দুই লক্ষ টাকা চুরি করে সটকিয়েছে। মিলন মোমিনপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়ার ইসলামের ছেলে। সে পেশায় একজন গ্রাম্য চিকিৎসক ও বিকাশ ব্যবসায়ী।

মিলন জানান, দুপুরের দিকে জরুরত সারতে কিছু সময়ের জন্য দোকানের পাশ্ববর্তী মোমিনপুর জামে মসজিদের টয়লেটে যায়। কয়েক মিনিট পরেই দোকানে ফিরে দেখি ড্রয়ারের তালা ভাঙ্গা। সেখান থেকে তার দুই লক্ষ টাকা খোয়া গেছে। ড্রয়ারে ফ্লেক্সিলোডের সাত থেকে আটটি মোবাইল ফোনও ছিল সেগুলো ঠিকই আছে।

তবে তিনি জানান, ঐ সময়ে দোকানের সামনের একটি চায়ের দোকানে অপরিচিত তিন জন লোককে বসে থাকতে দেখি। সম্ভবত তারা আমার গতিবিধি অনুসরণ করছিলো এবং সুযোগ বুঝে তারা চুরি করে পালিয়েছে।

খবর পেয়ে বারাদী ক্যাম্প পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ০৩ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ০৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

তারা সকলেই মেহেরপুর সদরের বাসিন্দা। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৯২১ জনে। ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা- ১৫১ জন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ১৮ টি রিপোটের মধ্যে ০৩ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬৬৬৬ টি। নমুনা পাঠানো হয়েছে ৩১টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ২৫ জন। এর মধ্যে সদরে-১৩, গাংনীতে- ০৭, মুজিবনগরে- ০৫ জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। সুস্থ হয়েছেন ৮০৭ জন। অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৬৭ জনকে।

ভিন্ন ভাবে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর টি.টি রোডের রমজান আলী (৬৫), নতুন পাড়ার উম্মে আরা (৫০), প্রাণী হাসপাতাল কামরুল হাসান (৩৫)।